গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
প্রশাসন-২ অধিশাখা
www.emrd.gov.bd

বিষয়: **জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ এর মে/২০২০ মাসের মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী।**

সভাপতি	:	**মোঃ আনিছুর রহমান** সিনিয়র সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
তারিখ	:	১০-০৬-২০২০
সময়	:	সকাল ১১.০০ ঘটিকা
স্থান	:	অনলাইন ভিডিও সিস্টেম
উপস্থিত সদস্য	:	রেকর্ডেড

সভাপতি উপস্থিত সকলকে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের মে/২০২০ মাসের অনলাইন সমন্বয় সভায় স্বাগত জানান। সভার কার্যক্রম শুরুর পূর্বে তিনি বলেন যে, করোনা পরিস্থিতির কারণে আমাদের পরিধি ক্রমশঃ ছোট হয়ে আসছে। অনেক সহকর্মী ইতোমধ্যে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন, অনেকে আক্রান্ত হচ্ছেন, অনেকে চিকিৎসাধীন আছেন এবং অনেকে ইতোমধ্যে সুস্থ হয়েছেন। বর্তমান পরিস্থিতিতে মনোবল হারালে করোনায় আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বেশি থাকে বিধায় সকলকে সবসময় মনোবল দৃঢ় রাখতে হবে। করোনার এ পরিস্থিতিতে লাল, হলুদ ও সবুজ জোনে ভাগ করে লকডাউন জোরদার করা হচ্ছে এবং এ সংক্রান্ত স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের একটি গাইডলাইন ম্যাসেঞ্জার গ্রুপে শেয়ার করা হয়েছে। তিনি এ গাইডলাইন অনুসরণ করার জন্য সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি বলেন যে, ইতোমধ্যে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)'কে আহ্বায়ক করে একটি Quick Response Team গঠন করা হয়েছে। সভাপতি আরও উল্লেখ করেন যে, দপ্তর/সংস্থার প্রধান ও কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালকগণকে বিভিন্ন সময়ে ইমেইল/WhatsApp/ম্যাসেঞ্জারে ম্যাসেজ পাঠানো হলেও সময় মতো ফিডব্যাক পাওয়া যাচ্ছে না, যা অনাকাঙ্খিত। একইভাবে ই-নথি অথবা ডোমেইনে পাঠানো বিভিন্ন তথ্যও অনেকে নিয়মিত চেক করেন না। তিনি ই-নথি/ইমেইল/ডোমেইন মেইল/ WhatsApp/ম্যাসেঞ্জার প্রতিদিন গুরুত্ব সহকারে চেক করা ও প্রদত্ত নির্দেশনা প্রতিপালনের জন্য সকলকে অনুরোধ করেন।

২। অতঃপর সভাপতি জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) জনাব মোঃ মোস্তফা কামাল'কে সভা শুরু করার জন্য আহ্বান জানান। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) বলেন যে, সভাপতি মহোদয়ের নির্দেশনা প্রতিপালনের জন্য প্রতিনিয়ত সকলের সাথে যোগাযোগ করা হচ্ছে এবং যেহেতু আমরা বর্তমানে সকলের কাছাকাছি নেই তাই যতবেশি আমরা অনলাইনে যুক্ত থাকব ততবেশি কাজের মাধ্যমে আমরা নিজেদের ভাল রাখতে পারব। তিনি আরো বলেন যে, অনলাইনে যোগাযোগের জন্য বিভিন্ন মাধ্যম একসাথে ব্যবহার না করে যদি একটি মাধ্যম ব্যবহার করা যায় তাহলে সবাইকে এর সাথে সম্পৃক্ত রাখা সুবিধা হবে। এক্ষেত্রে সভাপতি বলেন যে, হোয়াটসঅ্যাপে EMRD Officers নামে একটি গ্রুপ আছে, এটিকে প্রসারিত করে EMRD Office, Corporation and Company নামে অপর একটি WhatsApp গ্রুপ খোলা যেতে পারে, যেখানে কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালকগণও যুক্ত থাকবেন। অতঃপর সভাপতির অনুমতিক্রমে এ বিভাগের উপসচিব মোছাম্মাৎ ফারহানা রহমান পাওয়ার পয়েন্টে পর্যায়ক্রমে সভার কার্যপত্র উপস্থাপন করেন।

৩। সভায় উপস্থিত সদস্যগণের সর্বসম্মতিতে গত ১৬ ও ১৭ এপ্রিল ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়/নিশ্চিত করা হয়।

৪। গত ১৬ ও ১৭ এপ্রিল ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও অন্যান্য বিষয়ে নিম্নরূপ আলোচনা, পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

ক্র. নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৪.১	এ বিভাগের অধীন দপ্তর/সংস্থার গুরুত্বপূর্ণ কোনো বিষয় অনিষ্পন্ন রয়েছে কি না সে বিষয়ে সভায় আলোচনা আহ্বান করা হয়। এ বিষয়ে পেট্রোবাংলার পরিচালক (অর্থ) জানান যে, গ্যাস বিপণন বিধিমালা ও পেট্রোবাংলার কর্মচারী চাকুরী প্রবিধানমালা অনিষ্পন্ন রয়েছে। গ্যাস বিপণন বিধিমালার বিষয়ে এ বিভাগের যুগ্মসচিব (অপারেশন) ড. মহঃ শের আলী জানান যে, বিধিমালা প্রণয়ন চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। সভাপতি বিধিমালাটি দ্রুত লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে ভেটিংয়ের জন্য প্রেরণের নির্দেশনা প্রদান করেন। পেট্রোবাংলার কর্মচারী চাকুরী প্রবিধানমালার বিষয়ে উপসচিব মোছাম্মাৎ ফারহানা রহমান জানান যে, প্রবিধানমালাটি বেতনগ্রেড ভেটিংয়ের জন্য গত ০৫-০৩-২০২০ তারিখে অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) জনাব মোঃ মোস্তফা কামাল বলেন যে, পেট্রোবাংলার গ্যাস ডেভেলপমেন্ট ফান্ড নীতিমালা দ্রুত প্রণয়ন করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে পেট্রোবাংলার চেয়ারম্যান জানান যে, নীতিমালাটি শীঘ্রই জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে প্রেরণ করা হবে। এছাড়া, অন্যান্য দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির গুরুত্বপূর্ণ কোন বিষয় অনিষ্পন্ন থাকলে তা দ্রুত প্রেরণের জন্য সভাপতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।	(ক) গ্যাস বিপণন বিধিমালা ভেটিংয়ের জন্য দ্রুত লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে প্রেরণ করতে হবে। (খ) পেট্রোবাংলার গ্যাস ডেভেলপমেন্ট ফান্ড নীতিমালা দ্রুত প্রণয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (গ) দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির গুরুত্বপূর্ণ কোন বিষয় অনিষ্পন্ন থাকলে তা দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট শাখা/অধিশাখা ও সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানি
৪.২	(ক) চলমান ফেইস হতে নতুন ফেইসে কয়লা উৎপাদনের যাবতীয় কার্যক্রম ৩ মাসের স্থলে ২ মাসের মধ্যে সম্পন্ন করার বিষয়ে ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড জানান যে, কয়লা উত্তোলনের চলমান ফেইস ১৩১২ মে মাসের মাঝামাঝিতে শেষ হয়ে গেছে। পরবর্তী ফেইস ১৩০৭ এ মেশিনারিজ শিপমেন্টের জন্য স্বাভাবিকভাবে ২ মাস সময় প্রয়োজন। করোনা পরিস্থিতির কারণে স্থানীয় শ্রমিক নিয়োগ ও কিছু মেশিনারিজ আমদানির জন্য ৩ মাস সময় প্রয়োজন হবে মর্মে চাইনিজরা জানিয়েছে। চাইনিজ কোম্পানি স্থানীয় ৪০০ জন শ্রমিকের তালিকা ইতোমধ্যে বিসিএমসিএলকে দিয়েছে। ৪০০ জন শ্রমিকের কোভিড-১৯ টেস্টের জন্য দিনাজপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে যোগাযোগ করা হয়েছে। কিন্তু হাসপাতাল হতে জানানো হয়েছে যে, তাদের কাছে পর্যাপ্ত টেস্টিং কিট নেই। এ প্রসঙ্গে সভাপতি বলেন যে, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের পক্ষ হতে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরকে ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) কিট সরবরাহ করা হয়েছে এবং ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) কিট এ বিভাগের জন্য রাখার অনুরোধ করা হয়েছে। তাই ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিসিএমসিএল দিনাজপুর সিভিল সার্জনের মাধ্যমে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে রিক্যুইজিশন পাঠালে এ কিটের সংস্থান হতে পারে। ব্যবস্থাপনা পরিচালক আরো জানান যে, খনিতে ঢোকার জন্য শ্রমিকদের মধ্যে এক ধরনের প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। এ বিষয়ে স্থানীয় চেয়ারম্যান/জনপ্রতিনিধির সাথে আলোচনা করা হয়েছে। চাইনিজদের চাহিদা মোতাবেক শ্রমিকদের দক্ষতার ভিত্তিতেই খনিতে প্রবেশ করানো হবে। (খ) বিসিএমসিএল এর ব্যবস্থাপনা পরিচালকের অসুস্থতাজনিত কারণে ব্যবস্থাপনা পরিচালক, মধ্যপাড়া	(ক) বর্তমান পরিস্থিতিতে প্রোডাকশন গ্যাপ কমানোর জন্য ফেইস ১৩০৭ হতে কয়লা উত্তোলনের নিমিত্ত স্থানীয় ৬০০ জন শ্রমিক নিয়োগের ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এমসিএমসিএল এর সাথে সমন্বয়পূর্বক ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিসিএমসিএল'কে দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (খ) চাইনিজ কোম্পানির তালিকা অনুযায়ী স্থানীয় ৬০০ জন শ্রমিকের কোভিড-১৯ টেস্টের নিমিত্ত টেস্টিং কিটের জন্য সিভিল সার্জন, দিনাজপুরের মাধ্যমে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে রিক্যুইজিশন প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানি

ক্র. নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড বিসিএমসিএল এর দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। তাই এ বিষয়ে ব্যবস্থাপনা পরিচালক, মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড জানান যে, এখানে দুটি সিদ্ধান্তের কথা বলা হয়েছে একটি হচ্ছে প্রোডাকশন গ্যাপ কমানো অন্যটি হচ্ছে দৈনিক ৫০০০ মেট্রিক টন কয়লা উত্তোলন করা। স্থানীয় ৪০০ জন শ্রমিকের স্থলে যদি ৬০০ জন শ্রমিক খনিতে নিযুক্ত করা যায় তাহলে প্রোডাকশন গ্যাপ অনেকাংশে কমানো সম্ভব হবে এবং দৈনিক ৫০০০ মেট্রিক টন এর পরিবর্তে দৈনিক গড়ে ৩,৩০০ মেট্রিক টন কয়লা উত্তোলন করা সম্ভব হবে। স্থানীয় শ্রমিক নিযুক্ত করার বিষয়টি ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এম.জি.এম.সি.এল এর সাথে সমন্বয়পূর্বক সমাধান করার জন্য ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিসিএমসিএল'কে সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন।		
৪.৩	৬টি ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি কর্তৃক এলএনজি মার্জিনের টাকা পরিশোধের বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। পেট্রোবাংলার পরিচালক (অর্থ) সভায় জানান যে, বর্তমান পরিস্থিতিতে ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানিসমূহ হতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে এলএনজি মার্জিনের টাকা পাওয়া যাচ্ছে। তবে, এলএনজি মার্জিনের টাকা পরিশোধের ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে যাতে সমস্যার সম্মুখীন না হতে হয় সেজন্য তিনি এটি অব্যাহত রাখার বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সভাপতি ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানিসমূহকে এলএনজি মার্জিনের টাকা পরিশোধের জন্য ধন্যবাদ জানান এবং ভবিষ্যতেও এটি অব্যাহত রাখার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন। পেট্রোবাংলার পরিচালক (অর্থ) আরো জানান যে, পেট্রোবাংলার নিকট এনবিআরের একটি বড় পাওনা রয়েছে, যা এলএনজি মার্জিন সম্পর্কিত। তিনি জানান যে, পহেলা জুলাই, ২০১৯ হতে ৬৪টি কার্গোর এসেসমেন্ট না করার জন্য একসাথে অনেক পাওনা হয়েছে। এ বিষয়ে এনবিআরের চেয়ারম্যান মহোদয়ের সাথে একটি ফলপ্রসূ সভা হয়েছে। যার ভিত্তিতে বিষয়টি শীঘ্রই সমাধান হবে মর্মে আশা করা যাচ্ছে। অর্থ বিভাগ কর্তৃক দাবীকৃত টাকা পরিশোধের বিষয়ে সিনিয়র সচিব মহোদয়ের ব্যক্তিগত হস্তক্ষেপে বিষয়টি দ্রুত সমাধান হওয়ায় চেয়ারম্যান, পেট্রোবাংলা কর্তৃক সিনিয়র সচিব মহোদয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়। জালালাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিঃ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জানান যে, এলএনজি মার্জিন বাবদ যে টাকা পরিশোধ করা হচ্ছে তার প্রেক্ষিতে ৫% হারে উৎসে আয়কর ধার্য্য করা হচ্ছে। ফলে এ বিষয়টি সমাধান হওয়া প্রয়োজন। এ বিষয়ে পেট্রোবাংলার পরিচালক (অর্থ) জানান যে, এনবিআরের চেয়ারম্যান মহোদয়ের সাথে যে সভা হয়েছে তাতে চেয়ারম্যান মহোদয় আশ্বস্ত করেছেন যে, বাজেট পাশ হওয়ার পর একটি বিশেষ আদেশ করা হবে যার ফলে পেট্রোবাংলার গ্যাস বাবদ ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানিকে যে টাকা পরিশোধ করতে হয় তার উপর আর উৎসে আয়কর পরিশোধ করতে হবে না।	(ক) ৬টি ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি কর্তৃক এলএনজি মার্জিনের টাকা পরিশোধ অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) এলএনজি মার্জিন বাবদ ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানিগুলোকে ৫% হারে যে উৎসে আয়কর প্রদান করতে হয়, বর্তমান বাজেট পাশের পর এনবিআর হতে বিশেষ আদেশের মাধ্যমে তা হতে অব্যাহতি প্রদানের কথা রয়েছে, সে বিষয়ে ফলোআপ রাখতে হবে।	সংশ্লিষ্ট সংস্থা/কোম্পানি
৪.৪	দেশব্যাপী করোনা মহামারীর সৃষ্ট পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে তেল আমদানির সংশ্লিষ্ট চুক্তি, দেশীয় আইন ও ইংরেজী আইন এর আলোকে ডেমারেজ অব্যাহতি পাওয়ার বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। এ বিষয়ে বিপিসির সচিব সভাকে জানান যে, এ বিষয়ে মতামতের জন্য ব্যারিস্টার মঈন গণী'র সঙ্গে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে। এছাড়া, এ মাসে	ব্যারিস্টার মঈন গণী'র মতামত গ্রহণপূর্বক ডেমারেজ অব্যাহতি পাওয়ার বিষয়ে কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	সংশ্লিষ্ট সংস্থা/কোম্পানি

ক্র. নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	আলেজের চাহিদাও বেড়েছে এবং পণ্য সরবরাহ এবং আলেজ সৃষ্টির জন্য ইতোমধ্যে দুটি কমিটি করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে সভাপতি বলেন যে, ডেমারেজ অব্যাহতি পাওয়ার বিষয়ে কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে যাতে কিছুটা হলেও সুবিধা পাওয়া যায়।		
৪.৫	টেন্ডারের মাধ্যমে বাল্ক এলপিজি বিক্রির বিষয়ে অতিরিক্ত সচিব (অপারেশন) জানান যে, বিপিসির প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে বিপিসি বোর্ডে মূল্য নির্ধারণ করে বাল্ক এলপিজি বিক্রি করতে পারবে মর্মে বিপিসিকে সিদ্ধান্ত দেয়া হয়েছে। এ বিষয়ে ব্যবস্থাপনা পরিচালক জানান যে, করোনার কারণে রিফাইনারী ও আরপিজিসিএল প্ল্যান্ট প্রায় বন্ধ থাকায় আলেজের সমস্যার কারণে সিদ্ধান্তটি বাস্তবায়নে কিছুটা বিলম্ব হয়েছে। তবে বর্তমানে প্ল্যান্ট চালু হওয়ায় এলপিজিএল বোর্ড ও বিপিসি'র বোর্ডের অনুমোদন নিয়ে ওপেন টেন্ডারের মাধ্যমে বাল্ক এলপিজি বিক্রির কার্যক্রম গ্রহণ করা যাবে। এছাড়া, ইআরএল এর আলেজ সৃষ্টি এবং প্রাইভেট কোম্পানিসমূহ কর্তৃক তাদের ব্যবহৃত ১০-২০% এইচএসএফও ইআরএল হতে গ্রহণের বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। সভাপতি বলেন যে, এ বিষয়ে ইতোঃপূর্বে একটি সভা হয়েছে। শীঘ্রই এ বিষয়ে আরেকটি সভা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।	(ক) ওপেন টেন্ডারের মাধ্যমে বাল্ক এলপিজি বিক্রির বিষয়ে এলপিজিএল দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। (খ) ইআরএল এর আলেজ সৃষ্টি এবং প্রাইভেট কোম্পানিসমূহ কর্তৃক তাদের ব্যবহৃত ১০-২০% এইচএসএফও ইআরএল হতে গ্রহণের বিষয়ে শীঘ্রই আরেকটি সভা আহবান করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট সংস্থা/কোম্পানি
৪.৬	চেয়ারম্যান, পেট্রোবাংলা সভায় জানান যে, এলএনজি সরবরাহকারী দেশ/প্রতিষ্ঠানের সাথে সমঝোতা করে বা স্বাক্ষরিত আমদানী চুক্তি মোতাবেক Force Majeure Claim করে কার্গো আমদানি হ্রাস/বন্ধ করা যায় কি না, কিংবা টার্মিনাল চার্জ হ্রাস করা যায় কি না সে বিষয়ে ব্যারিস্টার এম. ইমতিয়াজ ফারুক ও ব্যারিস্টার মঈন গণীর নিকট থেকে প্রতিবেদন সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রতিবেদন পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, Force Majeure Claim করে তেমন কোন সুবিধা পাওয়া যাবে না। পেট্রোবাংলার পরিচালক (অপারেশন) জানান যে, দেশে গ্যাসের চাহিদা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাওয়ায় এবং কার্গো আমদানির ক্ষেত্রে Excess Laytime এর Demurrage এড়ানোর লক্ষ্যে নির্ধারিত দুটি কার্গো আমদানি অক্টোবর ও ডিসেম্বর ২০২০ মাসে এবং নির্ধারিত অপর দুটি কার্গো আমদানি মে ২০২০ মাসে Reschdeule করা হয়েছে। সভাপতি বলেন যে, এর ফলে কিছুটা হলেও সুবিধা পাওয়া যাবে। তবে স্পট মার্কেটে এলএনজি ক্রয়ের ক্ষেত্রে কমিটি রিপোর্ট চূড়ান্ত করে এ বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণে নির্দেশনা প্রদান করেন। QG ও OTI এর পাশাপাশি স্পট মার্কেটে এলএনজি কম দামে পেলে সেখান হতে এলএনজি সংগ্রহের কার্যক্রম গ্রহণের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন।	(ক) স্পট মার্কেট হতে এলএনজি ক্রয়ের কার্যক্রম গ্রহণের জন্য এ সংক্রান্ত কমিটির রিপোর্ট চূড়ান্ত করতে হবে। (খ) QG ও OTI এর পাশাপাশি স্পট মার্কেটে এলএনজি কম দামে পেলে সেখান হতে এলএনজি সংগ্রহের কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট শাখা ও সংশ্লিষ্ট সংস্থা/ কোম্পানি

৫। গত ১০-০৫-২০২০ তারিখে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী'র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বিস্ফোরক পরিদপ্তর, জিএসবি, হাইড্রোকার্বন ইউনিট, বিএমডি ও বিপিআই সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ে নিম্নরূপ আলোচনা, পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

ক্র. নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৫.১	**বিস্ফোরক পরিদপ্তর:** বিস্ফোরক পরিদপ্তর কর্তৃক সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন বিষয়ে আলোচনা হয়। সভায় বিস্ফোরক পরিদপ্তরের অর্গানোগ্রাম প্রস্তুতের নিমিত্ত কমিটি গঠনের বিষয়ে নথি উপস্থাপনের জন্য যুগ্মসচিব (প্রশাসন-৩)'কে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। বিস্ফোরক পরিদপ্তরের প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) জনাব মোঃ মঞ্জুরুল হাফিজ জানান যে, ইন্ডিয়া, সিঙ্গাপুর, ইউএসএ, ইউকে, জাপান, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড এর বিস্ফোরক কার্যক্রম যাচাই-বাছাই করে প্রাথমিকভাবে বিস্ফোরক পরিদপ্তরের অর্গানোগ্রাম প্রস্তুত করা হয়েছে। এ বিষয়ে অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) জানান যে, যেহেতু প্রাথমিকভাবে অর্গানোগ্রাম প্রস্তুত করা হয়েছে সেহেতু দ্রুত কমিটি গঠন করলে এ কার্যক্রমকে আরো ত্বরান্বিত করা সম্ভব হবে। বিস্ফোরক পরিদপ্তরের জন্য ঢাকাস্থ আগারগাঁ এ বরাদ্দকৃত ১০ কাঠা জমিতে অত্যাধুনিক ভবন নির্মাণের অগ্রগতি বিষয়ে প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) জানান যে, বর্তমানে বরাদ্দকৃত জমির রেজিস্ট্রেশন কাজ সম্পন্ন করতে হবে। এ বিষয়ে তিনি গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ে সিনিয়র সচিব মহোদয়ের হস্তক্ষেপ কামনা করেন। এছাড়া, অন্যান্য সিদ্ধান্তসমূহ কমিটি গঠনের মাধ্যমে পর্যালোচনাপূর্বক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভাপতি মতামত ব্যক্ত করেন।	(ক) বিস্ফোরক পরিদপ্তরের অর্গানোগ্রাম প্রস্তুতের জন্য দ্রুত কমিটি গঠন করে কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (খ) ঢাকাস্থ আগারগাঁ এ বরাদ্দকৃত ১০ কাঠা জমিতে অত্যাধুনিক ভবন নির্মাণের পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	এ বিভাগের সংশ্লিষ্ট শাখা ও বিস্ফোরক পরিদপ্তর
৫.২	**বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর (জিএসবি):** জিএসবির বিষয়ে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ সভায় অবহিত করা হয়। জিএসবি'র মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) সভাকে জানান যে, লৌহ আকরিকের খনন ও আর্থিক সম্ভ্যাব্যতা যাচাইয়ের লক্ষ্যে একটি রিগ ক্রয়ের জন্য ডিপিপি জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া, ড্রিলিং কার্যক্রম রাজস্ব বাজেটের আওতায় সম্পন্ন করা সম্ভব হয়না বিধায় একটি ডিপিপি প্রস্তুত করা হয়েছে, যা শীঘ্রই জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে প্রেরণ করা হবে। রিগ ক্রয়ের ডিপিপির বিষয়ে এ বিভাগের উপপ্রধান ড. মোঃ রফিকুল ইসলাম জানান যে, করোনা পরিস্থিতির কারণে ডিপিপি'র বিষয়ে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। শীঘ্রিই ভার্চুয়াল সভার মাধ্যমে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। এ বিভাগের যুগ্মসচিব (প্রশাসন) জানান যে, সম্প্রতি দিনাজপুরের হাকিমপুরে একটি ড্রিলিং হয়েছে। ড্রিলিং এ কি ফলাফল এসেছে সে বিষয়ে সভাকে অবহিত করতে তিনি মহাপরিচালক জিএসবিকে অনুরোধ করেন। এ প্রসঙ্গে জিএসবির মহাপরিচালক জানান যে, ড্রিলিং এর মাধ্যমে পূর্বের তুলনায় আকরিকের উপস্থিতি কম পাওয়া গেছে। তিনি আরো জানান যে, অস্ট্রেলিয়ান একটি কোম্পানি কর্তৃক নদীর খনিজ বালু অনুসন্ধান প্রকল্পের আর্থিক সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। যদি আর্থিকভাবে feasible হয় তবে এ কার্যক্রম শুরু করা যাবে। তিনি আরও জানান যে, ভূমি ধ্বস ও পাহাড় ধ্বসের পূর্ব প্রস্তুতিমূলক ব্যবস্থা হিসেবে Early Warning System চালু করার কার্যক্রম গ্রহণের জন্য একটি ডিপিপি প্রস্তুত করা হয়েছে, যা শীঘ্রই জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে প্রেরণ	(ক) লৌহ আকরিকের খনন ও আর্থিক সম্ভ্যাব্যতা যাচাইয়ের কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে; আউটসোসিং এর মাধ্যমে স্বল্পতম সময়ে লৌহ আকরিকের বিস্তৃতি ও মজুদ নির্ণয়ের জন্য নতুন রিগসহ ড্রিলিং কনট্রাক্টর নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক ডিপিপি প্রণয়নের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করাতে হবে। (খ) জিএসবির গবেষণা কার্যক্রম জোরদার করতে হবে।	এ বিভাগের সংশ্লিষ্ট শাখা ও জিএসবি

ক্র. নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	করা হবে। সভাপতি জিএসবির গবেষণা কার্যক্রম জোরদার করার জন্য গুরুত্বারোপ করেন।		
৫.৩	**হাইড্রোকার্বন ইউনিট:** হাইড্রোকার্বন ইউনিটের অনুকূলে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ সভায় অবহিত করা হয়। হাইড্রোকার্বন ইউনিটের মহাপরিচালক সভায় জানান যে, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয় দাতা সংস্থা হতে অর্থ সংগ্রহ করে প্রশিক্ষণ আয়োজন করার নির্দেশনা প্রদান করেছেন। তিনি আরো জানান যে, অন্যান্য সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রকল্প পরিদর্শনের বিষয়ে এ বিভাগের যুগ্মসচিব জনাব নাজমুল আহসান জানান যে, বর্তমান পরিস্থিতিতে যেহেতু সরেজমিনে পরিদর্শন সম্ভব নয় তাই ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে কাজের অগ্রগতি ত্বরান্বিত করা যেতে পারে।	(ক) হাইড্রোকার্বন ইউনিটের অনুকূলে গত ১০-০৫-২০২০ তারিখের সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। (খ) বর্তমান পরিস্থিতিতে প্রকল্প পরিদর্শন আপাততঃ ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে সম্পন্ন করতে হবে।	এ বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও হাইড্রোকার্বন ইউনিট
৫.৪	**খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি):** বিএমডির অনুকূলে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ সভায় অবহিত করা হয়। বিএমডির মহাপরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে, লাইসেন্সিং প্রক্রিয়া অনলাইনে রয়েছে। করোনা পরিস্থিতির কারণে নতুন করে কোন আবেদন পাওয়া যায়নি। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশে বর্তমানে কোয়ারি ইজারা বন্ধ রয়েছে। লাইসেন্সিং প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন দেশের আইন-কানুন অনুসরণ করা হচ্ছে। এছাড়া, ই-লাইসেন্সিং সিস্টেম এবং লিজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ডেভেলপ করার জন্য ইতোমধ্যে কনসালটেন্ট নিয়োগ করা হয়েছে। তিনি বলেন যে, পাথর উত্তোলন বন্ধের আদেশ থাকলেও বিভিন্ন মাধ্যম হতে জানা যাচ্ছে এখনো কোথাও কোথাও অবৈধভাবে পাথর উত্তোলন করা হচ্ছে। এ বিষয়ে দুই এক জায়গায় নোটিশ করা হয়েছে, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে নোটিশ করার সাথে সাথে এক সপ্তাহের মধ্যে তারা এর বিরুদ্ধে উকিল নোটিশ নিয়ে হাজির হয়েছে। সভাপতি বলেন যে, লোভাছড়া পাথর মহাল হতে পাথর অপসারণ বন্ধ থাকা স্বত্ত্বেও এখনো সেখান হতে পাথর উত্তোলন/অপসারণ করা হচ্ছে। এ বিষয়ে অতিরিক্ত সচিব (অপারেশন) কোর্টের একটি রায় পাঠ করে শুনান। সেখানে দেখা যায় যে, পাথর পরিবহনের জন্য রায় দেয়া হয়েছে কিন্তু এর মাঝে নতুন করে পাথরও অপসারণ করা হচ্ছে। বিভিন্ন সময়ে বিজ্ঞ আদালতে আদেশ দাখিল করায় জেলা প্রশাসক ও স্থানীয় প্রশাসন তেমন কোন পদক্ষেপ নিতে পারছেন না। সভাপতি বলেন যে, অবৈধভাবে পাথর উত্তোলন/অপসারণের বাস্তব অবস্থা বর্ণনা করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে একটি পত্র দেয়া যেতে পারে।	(ক) বিভিন্ন পাথর মহাল হতে অবৈধভাবে পাথর উত্তোলন/অপসারণের বাস্তব অবস্থা বর্ণনা করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে একটি পত্র দিতে হবে। (খ) জেলা প্রশাসকগণকে বিজ্ঞ আদালতের নির্দেশের কপি প্রেরণ করে বিজ্ঞ আদালতের আদেশের Spirit এর বাইরের কার্যক্রম বন্ধের জন্য অনুরোধ করে পত্র দিতে হবে।	এ বিভাগের সংশ্লিষ্ট শাখা ও বিএমডি
৫.৫	**বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইনস্টিটিউট (বিপিআই):** বিপিআই এর মহাপরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে, চট্টগ্রাম, কক্সবাজারের মহেশখালির মাতারবাড়ি এলাকায় Energy Hub এর কাছাকাছি একটি পূর্ণাঙ্গ আবাসিক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপনের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের বিষয়ে জেলা প্রশাসক, কক্সবাজারের সাথে আলোচনা হয়েছে। এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে একটি পত্রও জেলা প্রশাসক বরাবর প্রেরণ করা হবে। অনলাইনে প্রশিক্ষণ আয়োজনের বিষয়ে তিনি জানান যে, আগামী সপ্তাহে স্টেকহোল্ডার সভা আহ্বান করে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে, যাতে আগামী জুলাই/২০২০ মাস হতে অনলাইনে প্রশিক্ষণ আয়োজন করা যায়। সভাপতি বলেন যে, এ পরিস্থিতি কতদিন থাকে তা নিশ্চিতভাবে বলা সম্ভব	(ক) চট্টগ্রাম, কক্সবাজারের মহেশখালির মাতারবাড়ি এলাকায় Energy Hub এর কাছাকাছি একটি পূর্ণাঙ্গ আবাসিক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপনের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে। (খ) আগামী জুলাই/২০২০ মাস হতে অনলাইন প্রশিক্ষণ আয়োজনের জন্য এখন হতেই কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	বিপিআই

ক্র. নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	নয়। তাই অনলাইন প্রশিক্ষণের উপর জোর দিতে হবে।		

৬। গত ১১-০৫-২০২০ তারিখে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী'র সভাপতিত্বে গ্রাহককে নিরবচ্ছিন্ন সেবা দেয়ার পাশাপাশি সিস্টেম লস কমিয়ে আনা এবং করোনা ভাইরাসের কারণে সম্ভাব্য আর্থিক ক্ষতির বিষয়ে পেট্রোবাংলা ও ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানিসমূহের সাথে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ে নিম্নরূপ আলোচনা, পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

ক্র. নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৬.১	**তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিঃ (টিজিটিডিসিএল):** তিতাস গ্যাসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে, করোনা ভাইরাসের কারণে সৃষ্ট পরিস্থিতিতে ৪৯ দিনের ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ এবং উদ্ভূত ক্ষতি হতে উত্তোরণের একটি প্রস্তাবনা গত ১৪-০৫-২০২০ তারিখে পেট্রোবাংলায় প্রেরণ করা হয়েছে। পেট্রোবাংলার চেয়ারম্যান জানান যে, এ বিষয়ে পিডব্লিউসি'র সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে। পিডব্লিউসি'র গাইডলাইন অনুযায়ী পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। সভাপতি বলেন যে, এ বিষয়ে যথাযথভাবে কার্যক্রম গ্রহণ করে জানতে হবে কি পরিমাণ আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। কোম্পানির জোনভিত্তিক সিস্টেম লস নিরূপণের বিষয়ে তিতাস গ্যাসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জানান যে, কোম্পানির তিনজন উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালকের অঞ্চল ও ঢাকা শহর এ চারটি জোন ধরে এ মাসেই এ কার্যক্রম শুরু করা হবে। মাসিক গ্যাস বিল কিস্তিতে পরিশোধের জন্য অনেক প্রতিষ্ঠান আবেদন করছে। কিন্তু এ সংক্রান্ত কোন নির্দেশনা গ্যাস বিপণন নিয়মাবলীতে না থাকায় বিষয়টি নিয়ে সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। সভাপতি বলেন বিশেষ পরিস্থিতি বিবেচনায় এ বিষয়ে একটি বিশেষ আদেশ করা যেতে পারে। তিতাস গ্যাসের সম্ভাব্য আর্থিক ক্ষতির বিষয়ে প্রেরিত প্রস্তাব আরো অধিক যাচাই-বাছাইপূর্বক জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে প্রেরণ করা প্রয়োজন ছিল মর্মে এ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (অপারেশন) মতামত ব্যক্ত করেন। এ প্রসঙ্গে পেট্রোবাংলার চেয়ারম্যন বলেন যে, যে প্রতিবেদনটি পাঠানো হয়েছে তা প্রাথমিক এসেসমেন্ট। পিডব্লিউসি'র সাথে পরামর্শ করে পরবর্তীতে এটি চূড়ান্ত করা হবে। ব্যবস্থাপনা পরিচালক আরো জানান যে, অবৈধ গ্যাস ব্যবহার বন্ধের জন্য জোনভিত্তিক ব্যবস্থাপকদের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। তিতাস গ্যাসের প্রতিটি জোনাল বিক্রয় অফিস (জোবিঅ)/ আঞ্চলিক বিতরণ কার্যালয় (আবিকা)'র দক্ষতা ও জবাবদিহিতা নিরূপণের জন্য ইতোমধ্যে একটি টেকনিক্যাল কমিটি গঠন করা হয়েছে। আগামী এক মাসের মধ্যে কমিটি রিপোর্ট দাখিল করবে। বিষয়টি গুরুত্বের সাথে সম্পাদনের জন্য সভাপতি ব্যবস্থাপনা পরিচালককে নির্দেশনা প্রদান করেন। এছাড়া, নতুন করে ৪ লক্ষ প্রিপেইড মিটার স্থাপনের অর্থায়নের জন্য পেট্রোবাংলায় প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে মর্মেও ব্যবস্থাপনা পরিচালক সভাকে অবহিত করেন।	(ক) পিডব্লিউসি'র সাথে যোগাযোগ করে সম্ভাব্য আর্থিক ক্ষতি নিরূপণ ও তা থেকে উত্তোরণের কৌশল প্রণয়ন দ্রুত সম্পাদন করতে হবে। (খ) নিয়মিত বিল পরিশোধকারী গ্রাহকদের জন্য বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনায় গ্যাস বিল কিস্তিতে পরিশোধের বিষয়ে পরীক্ষান্তে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। (গ) জোনভিত্তিক কার্যক্রমের দক্ষতা, জবাবদিহিতা ও পৃথক লাভ-ক্ষতি নিরূপণের বিষয়ে গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে তৎপর হতে হবে।	এ বিভাগের সংশ্লিষ্ট শাখা ও পেট্রোবাংলা/ টিজিটিডিসিএল

ক্র. নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৬.২	**কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (কেজিডিসিএল):** চেয়ারম্যান, পেট্রোবাংলা জানান যে, করোনা ভাইরাস পরিস্থিতির কারণে সম্ভাব্য আর্থিক ক্ষতি নিরূপণ ও তা থেকে উত্তোরণের সঠিক পরিকল্পনা বিষয়ে সকল ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানির প্রস্তাবনা পিব্লিউসি'র সাথে পরামর্শ করে প্রণয়ন করা হবে। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, কেজিডিসিএল জানান যে, কোম্পানির বর্তমানে কোন সিস্টেম লস নেই। তিনি বলেন, করোনা পরিস্থিতির কারণে মার্চ ও এপ্রিল মাসে গ্যাস বিল আদায় অনেকাংশে কম হলেও বর্তমান মাসে সন্তোষজনক এবং শীঘ্রই তা স্বাভাবিক হবে মর্মে আশা করা যাচ্ছে। সভাপতি আবুল খায়ের গ্রুপের নিকট পাওনা ১১ কোটি টাকা আদায় ও নথি গায়েবের ঘটনার বিষয়ে সর্বশেষ পরিস্থিতি জানতে চান। ব্যবস্থাপনা পরিচালক জানান যে, আবুল খায়ের গ্রুপকে কয়েকটি নোটিশ দেয়া হয়েছে। শীঘ্রই চূড়ান্ত নোটিশ দিয়ে গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। কাফকোর সাথে গ্যাস সরবরাহ চুক্তি নবায়নে গ্যাসের মূল্য নির্ধারণের বিষয়ে ব্যবস্থাপনা পরিচালক জানান যে, এ সংক্রান্ত কমিটি রিপোর্ট চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে, শীঘ্রই দাখিল করা হবে।	(ক) বিগত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। (খ) আবুল খায়ের গ্রুপের নিকট পাওনা টাকা আদায়ে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। নথি গায়েব ও বিল গোপনের বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (গ) কাফকোর সাথে গ্যাস সরবরাহ চুক্তি নবায়নের বিষয়ে গঠিত কমিটির রিপোর্ট দ্রুত দাখিল করতে হবে।	এ বিভাগের সংশ্লিষ্ট শাখা ও পেট্রোবাংলা/ কেজিডিসিএল
৬.৩	**সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড (এসজিসিএল):** ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এসজিসিএল জানান যে, গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। ভোলায় প্রাকৃতিক গ্যাসের সংযোগের সর্বশেষ পরিস্থিতির বিষয়ে সভাপতি জানতে চান। ব্যবস্থাপনা পরিচালক জানান যে, ভোলায় গ্যাস সংযোগের বিষয়ে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে প্রস্তাব প্রেরণের জন্য পেট্রোবাংলায় পত্র দেয়া হয়েছে। এছাড়া, এ ব্যাপারে মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব তোফায়েল আহমেদ টেলিফোনে জানতে চেয়েছিলেন, যা তাকে অবহিত করা হয়েছে।	ভোলা শহরে বিশেষ ব্যবস্থা হিসেবে আবাসিক পর্যায়ে প্রাকৃতিক গ্যাস সংযোগের বিষয়ে যৌক্তিকতাসহ দ্রুত কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। প্রয়োজনে প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।	পেট্রোবাংলা/ এসজিসিএল
৬.৪	**জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিমিটেড (জেজিটিডিএসএল):** প্রি-পেইড মিটার স্থাপনের অগ্রগতি বিষয়ে ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জেজিটিডিএসএল জানান যে, ৫০,০০০ প্রি-পেইড মিটার স্থাপনের প্রস্তাব ইতোমধ্যে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৫০,০০০ মিটার ক্রয়ের জন্য ডিপিপি প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বকেয়া আদায়ের বিষয়ে জানান যে, ৩০ জুন ২০২০ পর্যন্ত যে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে, বর্তমান পরিস্থিতিতে সে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হবে না। তবে কোম্পানির পক্ষ হতে বকেয়া আদায় ত্বরান্বিত করা হচ্ছে। এছাড়া, পিডিবি ও পাওয়ার প্ল্যান্টগুলো হতে বকেয়া তেমন পাওয়া যাচ্ছে না। এ প্রসঙ্গে এ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (অপারেশন) মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিতব্য পরবর্তী সভায় উপস্থাপনের জন্য ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানিগুলোকে পাওয়ার প্ল্যান্টের নিকট বকেয়ার পরিমাণ সার-সংক্ষেপ আকারে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করেন। লাফার্জ হোলসিম বাংলাদেশ লিমিটেড এর ট্যারিফ বিষয়ে ব্যবস্থাপনা পরিচালক জানান যে, কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের সভায় এ বিষয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। শীঘ্রই তাদের সাথে এ বিষয়ে যোগাযোগ করা হবে। এ প্রসঙ্গে এ বিভাগের যুগ্মসচিব ড. মহঃ শের আলী জানান যে, লাফার্জের সাথে	(ক) বকেয়া গ্যাস বিল আদায়ের কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে। (খ) লাফার্জ হোলসিম বাংলাদেশ লিমিটেড এর ট্যারিফ বিষয়ে জেজিটিডিএসএল কর্তৃক গঠিত কমিটিতে এ বিভাগের যুগ্মসচিব ড. মহঃ শের আলী'কে কো-অপ্ট করতে হবে। কমিটি দ্রুততম সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবে। (গ) সকল ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি পাওয়ার প্ল্যান্টের নিকট তাদের বকেয়া পাওনার পরিমাণ সার-সংক্ষেপ আকারে এ বিভাগের অপারেশন অনুবিভাগে প্রেরণ করবে।	অপারেশন অনুবিভাগ ও পেট্রোবাংলা/ জেজিটিডিএসএল/অন্যান্য ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি

ক্র. নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	যখন চুক্তি হয় তখন স্থানীয় উৎসের গ্যাস সরবরাহ করা হতো। কিন্তু বর্তমানে উচ্চমূল্যে এলএনজি ক্রয়পূর্বক সরবরাহ করতে হচ্ছে। ফলে লাফার্জের ট্যারিফ নির্ধারণ জরুরী হয়ে পড়েছে এবং জেজিটিডিএসএল ও লাফার্জ দুটি কোম্পানি পারস্পরিকভাবে আলোচনা করে এ ট্যারিফ নির্ধারণ করতে পারবে মর্মে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত রয়েছে। সভাপতি বলেন যে, যুগ্মসচিব ড. মহঃ শের আলী যেহেতু শুরু হতে এ কার্যক্রমের সাথে যুক্ত ছিলেন তাই জেজিটিডিএসএল কর্তৃক গঠিত এ সংক্রান্ত কমিটিতে তাকে কো-অপ্ট করা যেতে পারে।		
৬.৫	**পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানি লিঃ (পিজিসিএল):** বকেয়া গ্যাস বিল আদায়ের বিষয়ে ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিজিসিএল জানান যে, বকেয়া গ্যাস বিল আদায় বর্তমানে সন্তোষজনক পর্যায়ে রয়েছে। যদিও বর্তমান পরিস্থিতিতে মার্চ/এপ্রিল মাসে টার্গেটের চেয়ে কম আদায় হয়েছে কিন্তু মে মাসে টার্গেটের চেয়ে একটু বেশি হয়েছে। "রংপুর, নীলফামারী, পীরগঞ্জ শহর ও তৎসংলগ্ন এলাকায় গ্যাস বিতরণ পাইপলাইন নেটওয়ার্ক নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। তিনি আরো বলেন যে, প্রি-পেইড মিটারের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ১,২০,০০০টি। প্রি-পেইড মিটার স্থাপনের ফিজিবিলিটি স্টাডি করার জন্য ইতোমধ্যে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। ফিজিবিলিটি রিপোর্টসহ ডিপিপি প্রস্তুত করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে। সভাপতি প্রি-পেইড মিটার স্থাপনের কার্যক্রম জোরদার করার জন্য ব্যবস্থাপনা পরিচালককে নির্দেশনা প্রদান করেন।	(ক) "রংপুর, নীলফামারী, পীরগঞ্জ শহর ও তৎসংলগ্ন এলাকায় গ্যাস বিতরণ পাইপলাইন নেটওয়ার্ক নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি বাস্তবায়নে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। (খ) প্রি-পেইড মিটার স্থাপনের কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে।	এ বিভাগের সংশ্লিষ্ট শাখা ও পেট্রোবাংলা/ পিজিসিএল
৬.৬	**বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিঃ (বিজিডিসিএল):** প্রি-পেইড মিটার স্থাপনের অগ্রগতি বিষয়ে ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিজিডিসিএল জানান যে, প্রি-পেইড মিটার স্থাপনের জন্য Expression of Interest (EoI) এর মাধ্যমে প্রাপ্ত কোয়ালিফাইড প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে অফার লেটার প্রেরণ করা হয়েছে। এ মাসের মধ্যেই তাদেরকে রিপোর্ট দাখিলের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। তিনি উল্লেখ করেন যে, কোম্পানির একজন ব্যবস্থাপক করোনায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন। ফলে তার সংস্পর্শে আসা সকলকে আইসোলেশনে পাঠানো হয়েছে। তাই বকেয়া গ্যাস বিল আদায় কিছুটা কম হয়েছে। এ পরিস্থিতির মধ্যেও অবৈধ গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার কার্যক্রম চলমান রয়েছে মর্মে তিনি অবহিত করেন। সভাপতি স্বাস্থ্য বিধি অনুসরণ করে যতটা সম্ভব কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করেন।	(ক) প্রি-পেইড মিটার স্থাপনের কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে। (খ) স্বাস্থ্য বিধি অনুসরণ করে কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	পেট্রোবাংলা/ বিজিডিসিএল

৭। গত ০৭-০৫-২০২০ তারিখে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী'র সভাপতিত্বে বাপেক্সকে শক্তিশালীকরণ ও ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন সম্পর্কিত পেট্রোবাংলা ও বাপেক্সের সাথে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ে নিম্নরূপ আলোচনা, পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

ক্র. নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৭.১	**বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোম্পানি লিমিটেড (বাপেক্স):** ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাপেক্স জানান যে, বাপেক্স বর্তমানে কিছুটা গতিশীল পর্যায়ে রয়েছে। এ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) জানান যে, গত ০৭-০৫-২০২০ তারিখের সভায় বাপেক্স-কে একটি কার্যকর, সক্ষম ও স্বয়ংসম্পূর্ণ	(ক) বাপেক্স-কে একটি কার্যকর, সক্ষম ও স্বয়ংসম্পূর্ণ কোম্পানির আদলে গঠন করার লক্ষ্যে গঠিত কমিটির সুপারিশের আলোকে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। (খ) বিপিসি ও পেট্রোবাংলার কোম্পানিসমূহের	বিপিসি/ পেট্রোবাংলা/ বাপেক্স ও অন্যান্য সকল কোম্পানি

ক্র. নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	কোম্পানির আদলে গঠন করার লক্ষ্যে একটি কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটিতে এ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) ও পেট্রোবাংলার পরিচালক (পরিকল্পনা) রয়েছেন। বাপেক্সের চলমান এবং ভবিষ্যত কার্যক্রম পর্যালোচনা করে কমিটি ২০ দফা সুপারিশ প্রণয়ন করেছে। কমিটির ২য় ফলোআপ সভায় দেখা গেছে যে, বর্তমানে বাপেক্সের ৩ডি সিসমিক সার্ভে নেই। নাইকোর কিছু ২ডি সিসমিক সার্ভে রয়েছে, এ সংক্রান্ত প্রস্তাব বাপেক্স পেট্রোবাংলায় প্রেরণ করবে। ব্যবস্থাপনা পরিচালক আরো জানান যে, দ্রুত গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে নতুন কূপ খননের পাশাপাশি বেশকিছু পুরাতন কূপ ওয়ার্কওভারের জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে, যা আগামী ৬ মাসের মধ্যে সম্পন্ন হবে। ভোলা শাহবাজপুর-৩ গ্যাস কূপে ইতোমধ্যে বাপেক্সের টিম পাঠানো হয়েছে। সুন্দরবন গ্যাসের নিকট বাপেক্সের ২৭১ কোটি এবং পদ্মা অয়েল কোম্পানির নিকট ৪ কোটি ১২ লক্ষ টাকা পাওনা রয়েছে। বাপেক্সের নিজস্ব টাকায় ফান্ড গঠন করার জন্য এ পাওনা টাকা পরিশোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন মর্মেও তিনি সভায় উল্লেখ করেন। এ প্রসঙ্গে চেয়ারম্যান, পেট্রোবাংলা জানান যে, বাপেক্সের টাকা পরিশোধের বিষয়ে সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানি হতে একটি প্রস্তাব পেট্রোবাংলায় পাওয়া গেছে, যা যাচাই-বাছাইপূর্বক নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এ বিষয়ে এ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) জানান যে, পেট্রোবাংলা ও বিপিসির কোম্পানির মধ্যে অভ্যন্তরীণ লেনদেন রয়েছে, যা হালনাগাদ করতে পারলে উভয় কোম্পানিই লাভবান হবে। এ বিভাগের যুগ্মসচিব (অপারেশন) জানান যে, কোম্পানির আন্তঃ লেনদেনের বিষয়ে একটি সমন্বয় সভার সিদ্ধান্ত ছিল যে, দুই কোম্পানির মধ্যে পারস্পরিক বৈঠক করে বিষয়গুলো নিষ্পত্তি করবে। সভাপতি এ সিদ্ধান্ত চলমান রাখার বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করেন।	আন্তঃ লেনদেনের বিষয়টি পারস্পরিক সভা অনুষ্ঠান করে নিষ্পত্তি করতে হবে।	

৮. অন্যান্য কোম্পানির কার্যক্রমের অগ্রগতি বিষয়ে নিম্নরূপ আলোচনা, পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

ক্র. নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৮.১	**গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানি লিমিটেড (জিটিসিএল):** ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জিটিসিএল জানান যে, সিনিয়র সচিব মহোদয়ের ব্যক্তিগত উদ্যোগে বেশকিছু প্রকল্পের অর্থছাড় সম্ভব হয়েছে। প্রকল্পের ৪র্থ কোয়ার্টারের প্রস্তাবগুলো পেট্রোবাংলার মাধ্যমে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। আনোয়ারা-ফৌজদারহাট প্রকল্পের খাস জমির সেলামির বাবদ টাকা ইতোমধ্যে পরিশোধ করা হয়েছে। ধনুয়া-নলকা পাইপলাইন প্রকল্পের বনভূমি ব্যবহারের বিষয়ে অনুমোদনের জন্য একটি সার-সংক্ষেপ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে উপস্থাপিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে এ বিভাগের যুগ্মসচিব (উন্নয়ন) জানান যে, বিষয়টি ফলোআপ করা হবে। এছাড়া, কয়েকটি প্রকল্পের ডিপিপি জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। এ বিভাগের উপপ্রধান (পরিকল্পনা) জানান যে, মহেশখালী জিরো পয়েন্ট (কালাদিয়ার চর)-সিটিএমএস (ধলঘাট পাড়া) গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প ও মহেশখালী-আনোয়ারা সমান্তরাল সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্পের ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণের নিমিত্ত দুটি প্রস্তাব এ বিভাগে রয়েছে, শীঘ্রই ভার্চুয়াল সভা করে	(ক) জিটিসিএল এর অফ-ট্রান্সমিশন পয়েন্টে গ্যাস স্টেশন স্থাপন ও মডিফিকেশন প্রকল্পটি দ্রুত বাস্তবায়নে গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি অর্থায়নে আগ্রহী কিনা সে বিষয়ে আলোচনাপূর্বক পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। (খ) নিজস্ব অর্থায়নে করা সম্ভব না হলে সেক্ষেত্রে সরকারি অর্থায়নে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রস্তুতকৃত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করতে হবে। (গ) গ্যাসের অপচয় হ্রাস করার লক্ষ্যে পাওয়ার প্ল্যান্টে সিঙ্গেল সাইকেলের পরিবর্তে কম্বাইন্ড সাইকেল ব্যবহারের বিষয়ে অনুরোধ করতে হবে।	এ বিভাগের সংশ্লিষ্ট শাখা ও পেট্রোবাংলা/ জিটিসিএল ও সকল গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি

ক্র. নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। সভাপতি বলেন যে, বর্তমানে জিওবি ফান্ডে প্রকল্প বাস্তবায়ন অনেক সময়-সাপেক্ষ। তাই জিটিসিএল এর অফ-ট্রান্সমিশন পয়েন্টে গ্যাস স্টেশন স্থাপন ও মডিফিকেশন প্রকল্পটি দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য জিটিসিএল এর নিজস্ব অর্থায়নে করা সম্ভব কি-না সে বিষয়ে জানতে চাইলে ব্যবস্থাপনা পরিচালক জানান যে, জিটিসিএল এর নিজস্ব অর্থায়নে প্রকল্পটি করা সম্ভব নয়। তবে, যে সকল ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি এ প্রকল্পের মাধ্যমে লাভবান হবে তারা যদি অর্থায়নে আগ্রহী হয় তাহলে এটি দ্রুত বাস্তবায়ন করা সম্ভব হতে পারে। এ বিষয়ে সভাপতি বলেন যে, যদি নিজস্ব অর্থায়ন করা সম্ভব না হয় সেক্ষেত্রে সরকারি অর্থায়নে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রস্তুতকৃত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করতে হবে। যুগ্মসচিব (উন্নয়ন) জানান যে সকল পাওয়ার প্ল্যান্টে এখনো কম্বাইন্ড সাইকেলের পরিবর্তে সিঙ্গেল সাইকেল ব্যবহার করা হচ্ছে সে সকল প্ল্যান্টে গ্যাসের অপচয় হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে সভাপতি বলেন যে, এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।		
৮.২	**মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানি লিঃ (এমজিএমসিএল):** ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এমজিএমসিএল জানান যে, বর্তমানে কোম্পানির পাথর উত্তোলন বন্ধ রয়েছে। গত ২৫-০৪-২০২০ তারিখের সভার নির্দেশনা অনুযায়ী পাথর বিক্রির পরিমাণ তুলনামূলকভাবে অনেক বেড়েছে। গত এপ্রিল হতে ০৯-০৬-২০২০ তারিখ পর্যন্ত প্রায় ২ লক্ষ ১৪ হাজার টন পাথর বিক্রি করা হয়েছে, যার ফলে প্রায় ৫৭ কোটি টাকা রাজস্ব আয় হয়েছে। জার্মানিয়া ট্রেস্ট কনসোর্টিয়াম (জিটিসি)'র সাথে চুক্তির বিষয়ে ব্যবস্থাপনা পরিচালক জানান যে, জিটিসি'র সাথে যে চুক্তি হওয়ার কথা ছিল তা হয়নি। এর কারণ হিসেবে তিনি বলেন যে, জিটিসি যে Performance Gurantee (PG) দিয়েছিল তার মেয়াদ গত ১৯-০৩-২০২০ তারিখে উত্তীর্ণ হয়েছে। মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার আগেই তাদেরকে রিক্যাশমেন্ট করার জন্য পত্র দেয়া হয়েছিল। কিন্তু তারা জানিয়েছে যে, Arbitrual Trial হতে একটি Status quo থাকায় এ মুহূর্তে রিক্যাশমেন্ট করা হবে না। এ বিষয়ে Lawyer এর সাথে আলোচনা হয়েছে। তিনি বলেছেন যে, জিটিসি এটি কোনভাবেই করতে পারে না। কারণ পিজি এর মধ্যে যে শর্ত দেয়া আছে সে শর্ত মোতাবেক Claim করার সাথে সাথে জিটিসি রিক্যাশমেন্ট করতে বাধ্য। ইতোমধ্যে Lawyer কর্তৃক জিটিসি'কে লিগ্যাল নোটিশ দেয়া হয়েছে। এ বিষয়ে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে একটি পত্র দেয়া হয়েছে। সভাপতি জিটিসি'র বিরুদ্ধে যথাযথ আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করেন।	(ক) জার্মানিয়া ট্রেস্ট কনসোর্টিয়াম (জিটিসি)'র বিরুদ্ধে দ্রুত আইনানুগ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। (খ) নতুন ঠিকাদার নিয়োগের কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে।	এ বিভাগের সংশ্লিষ্ট শাখা ও পেট্রোবাংলা/ এমজিএমসিএল
৮.৩	তেল বিপণন কোম্পানিসমূহের বিষয়ে সভায় জানানো হয় যে, করোনা পরিস্থিতিতে চাহিদা কম থাকায় স্বাস্থ্য-বিধি অনুসরণ করে তেলের ডিপোগুলো সপ্তাহে ৩ দিন খোলা রাখা হয়। কিন্তু বর্তমানে চাহিদা বাড়ায় ডিপোগুলো ৩ দিনের পরিবর্তে সপ্তাহে ৪ দিন খোলা রাখার বিষয়ে ব্যবস্থাপনা পরিচালক, মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড মতামত ব্যক্ত করেন। এ বিষয়ে সভাপতি বলেন যে, স্বাস্থ্য	স্বাস্থ্য বিধি অনুসরণ করে বর্তমানে চাহিদা অনুযায়ী তেলের ডিপোগুলো সপ্তাহে ৪ দিন খোলা রাখতে হবে।	বিপিসি/ তেল বিপণন কোম্পানি

ক্র. নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	বিধি মেনে স্থানীয় চাহিদা অনুযায়ী সপ্তাহে ৪ দিন খোলা রাখা যেতে পারে।		
৮.৪	এ বিভাগের যুগ্মসচিব (প্রশাসন) বলেন যে, মুজিব বর্ষের ইতোমধ্যে চারমাস অতিক্রান্ত হয়েছে। তাই মুজিব বর্ষ উপলক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা যেতে পারে। এ প্রসঙ্গে ব্যবস্থাপনা পরিচালক, মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিঃ জানান যে, ৩টি বিপণন কোম্পানি কর্তৃক মডেল ফিলিং স্টেশন স্থাপনের বিষয়ে প্রস্তাব বিপিসি হতে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। অতিরিক্ত সচিব (অপারেশন) জানান যে, এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। এ বিভাগের যুগ্মসচিব (উন্নয়ন) জানান যে, করোনা পরিস্থিতির কারণে সাধারণ ছুটির মধ্যে কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অনিষ্পন্ন রয়ে যেতে পারে। তাই দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির প্রধানগণ যদি অনিষ্পন্ন বিষয়ের তালিকা করে এ বিভাগে প্রেরণ করেন তাহলে ব্যবস্থা গ্রহণ সুবিধা হবে। সভাপতি এ বিষয়ে একমত পোষণ করেন এবং দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পেন্ডিং লিস্ট ম্যাসেঞ্জার গ্রুপে প্রেরণের নির্দেশনা প্রদান করেন।	(ক) মডেল ফিলিং স্টেশন স্থাপন কার্যক্রম বিষয়টি দ্রুত সম্পাদন করতে হবে। (খ) দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির গুরুত্বপূর্ণ অনিষ্পন্ন বিষয়ের তালিকা জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের কর্মকর্তাদের ম্যাসেঞ্জার/ WhatsApp গ্রুপে শেয়ার করতে হবে।	দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানি

৯. সভায় আর কোনো আলোচ্য বিষয় না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/-
(মোঃ আনিছুর রহমান)
সিনিয়র সচিব
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ